এক নজরে

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ইনস্টিটিউট–এর

লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কার্যাবলি ও অর্জনসমূহ

পটভূমি :

বাংলা সাহিত্যের অবিস্মরণীয় যুগস্রষ্টা কবি কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি তাঁর বিস্ময়কর প্রতিভার যাদু স্পর্শে শুধু সমৃদ্ধ করেছেন বাংলা সাহিত্যকে। আমাদের সাহস সৌন্দর্য ও শৈল্পিক অহংকারের মহত্তম নামটিও তাঁরই। বাংলাদেশের সাহিত্য, সংগীত ও সংস্কৃতির প্রধান রূপকার এই মহান কবি আমাদের মানবিক চেতনারও প্রতীক। এজন্য তিনি আমাদের জাতীয় কবি। তাঁর অমর স্মৃতি রক্ষা, তাঁর জীবন, সাহিত্য, সংগীত ও সামগ্রিক অবদান সম্পর্কে গবেষণা পরিচালনা, সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রকাশনা ও প্রচার এবং তাঁর ভাব–মূর্তি দেশ–বিদেশে উজ্জ্বলরূপে তুলে ধরার লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ১৯৮৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে Nazrul Institute Ordinance 1984 অনুযায়ী ধানমণ্ডির ২৮নং সড়কের ৩৩০–বি বাড়িতে নজরুল ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরবর্তীতে 'কবি নজরুল ইনস্টিটিউট আইন ২০১৮' আইনের অধীনে 'কবি নজরুল ইনস্টিটিউট' প্রতিষ্ঠিত হয় যার বর্তমান নাম জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ইনস্টিটিউট।

রূপকল্প (Vision) : জাতীয় কবির চেতনায় নতুন বাংলাদেশ।

অভিলক্ষ্য (Mission) : জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সৃষ্টিকর্ম সংগ্রহ, সংরক্ষণ, গবেষণা, প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে দেশীয় সংস্কৃতির বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধন।

কার্যাবলি :

১. কবির সাহিত্য, সংগীতসহ সকল সৃষ্টিকর্ম অনুশীলনে উৎসাহিত করা;
২. কবির সাহিত্য, সংগীতসহ সকল সৃষ্টিকর্ম দেশ ও বিদেশ হইতে সংগ্রহ, সংকলন ও সংরক্ষণ করা এবং এইগুলিকে অবিকৃতভাবে আধুনিক পদ্ধতিতে প্রকাশ এবং প্রচার করা;
৩. কবির সাহিত্য, সংগীতসহ সকল সৃষ্টিকর্মের উপর গবেষণা, প্রকাশনা, সংরক্ষণ এবং উহা প্রচারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
৪. সংগীত, সাহিত্য ও অন্যান্য ক্ষেত্রে কবির অবদান সম্পর্কিত বিষয়ে সম্মেলন, বক্তৃতা, বিতর্ক ও সেমিনার আয়োজন করা;
৫. নজরুল সংগীত ও সাহিত্য সম্পর্কিত পুস্তক, রেকর্ড, টেপ ও অন্যান্য সংগ্রহ সংরক্ষণের জন্য লাইব্রেরি এবং আর্কাইভস প্রতিষ্ঠা করা;
৬. নজরুল সংগীত সঠিক চেতনায়, ধারায় এবং পদ্ধতিতে প্রচারের জন্য অবিকৃত বাণী ও সুরে স্বরলিপি তৈরি এবং গ্রহণযোগ্য মর্যাদায় গ্রামোফোন রেকর্ড,বাণিজ্যিক টেপ, চলচ্চিত্র, সিডি, ডিভিডি, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া, নূতন প্রযুক্তি মাধ্যম এবং বাংলাদেশে প্রকাশিত স্বরলিপির বইতে এইগুলির উপস্থাপনা তদারকি করা;
৭. নজরুল সংগীত, নজরুল সংগীতভিত্তিক নৃত্য, নজরুল কবিতার কোরিওগ্রাফি এবং নজরুলের কবিতা আবৃত্তির যথার্থ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
৮. নজরুল সংগীত শাস্ত্রে উচ্চতর ডিগ্রি প্রদানের ব্যবস্থা করা;
৯. নজরুল সংগীত, সাহিত্য ও অন্যান্য ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রত্যেক বৎসর, এতদ্‌সংক্রান্ত বাছাই কমিটির সুপারিশ ও বোর্ডের অনুমোদনক্রমে, কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে এককভাবে অথবা যৌথভাবে 'নজরুল পুরস্কার' প্রদান করা;
১০. ইনস্টিটিউটের তথ্যাদির ওয়েবসাইট সহজলভ্য এবং নিয়মিত হালনাগাদ করা;
১১. নজরুলের সৃষ্টির প্রচার ও প্রসারের জন্য সকল সাহিত্যকর্ম, স্বরলিপি এবং অবিকৃত বাণী ও সুরে গীত–সংগীত ওয়েবসাইটে অন্তর্ভুক্ত করা;
১২. পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় কবির সাহিত্যকর্মের অনুবাদ প্রকাশ ও বিশ্বব্যাপী প্রচারের ব্যবস্থা করা; এবং
১৩. এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্য ও বিষয় সম্পাদন করা।

অর্জনসমূহ : (বর্তমান নির্বাহী পরিচালক জনাব **মোঃ লতিফুল ইসলাম শিবলী** ২৩শে সেপ্টেম্বর ২০২৪ থেকে দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকে বর্তমান পর্যন্ত)

১. কবি নজরুল ইসলামকে 'জাতীয় কবি' হিসেবে গেজেটভুক্ত করে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি আদায়। এই ঘোষণার ভিতর দিয়ে কবির প্রতি রাষ্ট্রীয় সন্মানের দীর্ঘ প্রতীক্ষিত গণদাবিটি পূরণ হয়েছে। এই বিষয়ে ১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ সালে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

২. 'Quintessence of Nazrul' (নজরুল নির্যাস)। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ইনস্টিটিউট থেকে প্রথমবারের মত নজরুল সাহিত্য ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে। এর মাধ্যমে নজরুল সাহিত্যের বিশ্বযাত্রা শুরু হল। ইংরেজি ভাষায় অনুবাদের ফলে নজরুল এখন বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হতে শুরু করবে।

৩. প্রথমবারের মতো জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ইনস্টিটিউট সদস্যপদ রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। ইনস্টিটিউটের সাথে সংশ্লিষ্ট থেকে সদস্যগণ নজরুল চর্চা সমৃদ্ধ করবেন। সদস্যগণ ইনস্টিটিউটের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকলে 'জাতীয় কবি'র জন্য প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানে তাদের অংশীদারিত্ব সৃষ্টি হবে এবং নজরুল চর্চা বেগবান হবে।

৪. 'আপোসহীন সাংবাদিকতার পথিকৃৎ নজরুল' প্রাসঙ্গিক করে– 'ডিপ্লমা ইন জার্নালিজম এন্ড মিডিয়া স্টাডিজ' বিষয়ে এক বছরের ডিপ্লোমা কোর্স চালুর প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। এ সময়ের সাংবাদিকরা ৩০ ক্রেডিটের এই কোর্সটি করে নজরুলের মত নৈতিকভাবে শক্তিশালী এবং সাহসী সাংবাদিক হয়ে উঠবেন ।

৫. জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ইনস্টিটিউটে 'পেনশন' চালুর কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এই রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা অবসর কালে শুধু গ্রাচুয়েটি পেতেন, কিন্তু কোন পেনশন পেতেন না। ১৯৮৫ সালে প্রতিষ্ঠার পর এই প্রথম বারের মত পেনশন চালু করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

৬. জাতীয় কবি হিসেবে স্বীকৃতির পর কবি নজরুল ইনস্টিটিউটের নাম পরিবর্তন হয়েছে, 'জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ইনস্টিটিউট' করা হয়েছে।

৭. ইনস্টিটিউটের সঙ্গীত, আবৃত্তি ও নৃত্য প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহে নতুন পাঠ্যক্রম ও নির্দেশিকা প্রণয়ন করে যুগোপযোগী করা হয়েছে।

৮. ইনস্টিটিউটের গ্রন্থাগারের সময় বিকেল ৫টা থেকে বৃদ্ধি করে রাত ১০ টা পর্যন্ত খোলা রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ঢাকা শহরে এখন এটাই একমাত্র লাইব্রেরি যা পাঠকদের জন্য রাত ১০টা পর্যন্ত খোলা থাকে।

৯. ইনস্টিটিউটের জরাজীর্ণ মিলনায়তন সংস্কার করে আধুনিকায়ন করা হয়েছে এবং নতুন অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। এটি এখন ইনস্টিটিউটের নিজস্ব আয়ের একটি খাতে পরিণত হয়েছে।

১০. নজরুল চেতনা দীপ্ত ২৪–এর গণঅভ্যুত্থানকে প্রাসঙ্গিক করে দেশব্যাপী '২৪–এর গণঅভ্যুত্থানে আমাদের নজরুল' শীর্ষক সিরিজ সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে। এটি চলমান আছে।

১১. সারা দেশব্যাপী স্কুল, কলেজ, ও মাদ্রাসায় রচনা, হামদ–নাত, আবৃত্তি ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতার আয়োজনের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন হচ্ছে।

১২. নতুন করে নজরুল সংগীত স্বরলিপি প্রমাণীকরণ পরিষদের কমিটি গঠন করা হয়েছে। এছাড়াও জার্নাল ও গবেষণার পাণ্ডুলিপি বাছাই, প্রকাশনা ও রিভিউ কমিটির পুনর্গঠন করা হয়েছে।

১৩. প্রথমবারের মতো নজরুলের 'রক অ্যালবাম' এবং 'রক কনসার্ট' আয়োজন করা হয়েছে, যা নতুন প্রজন্মের তারুণ্যের মাঝে নজরুল চেতনার সমৃদ্ধি ঘটাচ্ছে।

১৪. প্রতি বছর ২৫শে মে জাতীয় পর্যায়ে নজরুল জন্মবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে 'নজরুল পুরস্কার' প্রদান এবং পুরস্কার হিসেবে রৌপ্য পদক প্রবর্তন করা হয়েছে।।

১৫. লাইব্রেরি আধুনিকায়ন ও অটোমশন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে ।

১৬. ইরান সরকার নজরুল রচনা সমগ্র ফারসি ভাষায় অনুবাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। ইরানের রাষ্ট্রদূত এই বিষয়ে ব্যপক আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

১৭. নজরুলকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিতে পৃথিবীর দেশে দেশে নজরুল সেন্টার স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এই লক্ষ্যে ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ও জাপানে নজরুল কালচারাল সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যে প্রতিষ্ঠার কাজ চলছে।

১৮. প্রথমবারের মত নজরুল ইনস্টিটিউটে 'নজরুল নাট্য উৎসব' আয়োজন করা হয়েছে। এখন থেকে নিয়মিত নজরুলের নাটকগুলোর মঞ্চায়ন হবে । পরিকল্পনায় আছে সারা দেশ থেকে গ্রুপ থিয়েটারগুলোকে আমন্ত্রণ জানিয়ে মাসব্যাপী নাট্য উৎসব করার।

১৯. দেশের ক্ষুদ্র নৃ–গোষ্ঠীদের মাঝে নজরুল চর্চা বৃদ্ধি করার জন্য পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে আমরা নেত্রকোনার বিরিশিরিতে গারো ও হাজংদের নিয়ে একটা চমৎকার অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেছি। পর্যায়ক্রমে আমরা দেশের প্রতিটি ক্ষুদ্র নৃ–গোষ্ঠীর কাছে যাব।

২০. প্রথমবারের মতো একাডেমিক ক্যালেন্ডার চালু করা হয়েছে।

২১. ফরাসি ভাষায় নজরুল সাহিত্যকর্ম অনুবাদের জন্য ঢাকার ফরাসি কালচারাল সেন্টার এলিয়ান্স ফ্রাসেস–এর প্রধানের সঙ্গে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে এবং নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়েছে।

২২. নজরুল সঙ্গীতের সুর ও বাণী অবিকৃতভাবে বিশ্বব্যাপী প্রচার ও প্রসারের জন্য স্টাফ নোটেশন প্রণয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

গবেষণা ও প্রকাশনা

কবি নজরুল ইনস্টিটিউট জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সংগ্রামমুখর বর্ণাঢ্য জীবন এবং সাহিত্য ও সঙ্গীতসহ তাঁর সামগ্রিক অবদান সম্পর্কে চার শতাধিক গ্রন্থ, এবং ৪৯টি সিডি প্রকাশ করেছে। গ্রন্থগুলোর মধ্যে নজরুলের কাব্যগ্রন্থ, সঙ্গীতগ্রন্থ, উপন্যাস, প্রবন্ধ, ছোটগল্পসহ অন্যান্য নজরুল বিষয়ক গবেষণাগ্রন্থ এবং নজরুল–সঙ্গীত স্বরলিপি গ্রন্থ, পত্রিকা, জার্নাল, বক্তৃতামালা, অ্যালবাম, পোস্টার ইত্যাদি অন্যতম।

নজরুল সঙ্গীত স্বরলিপি প্রমাণীকরণ

আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে ধারণকৃত নজরুল সঙ্গীতের বাণী ও সুর অনুযায়ী স্বরলিপি প্রমাণীকরণের জন্য সরকার নজরুল সঙ্গীত স্বরলিপি প্রমাণীকরণ পরিষদ গঠন করেছে। উক্ত পরিষদ কর্তৃক কবি নজরুল ইসলামের সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত আদি গ্রামোফোন রেকর্ড–এর বাণী ও সুর অনুসরণে নজরুল–সঙ্গীতের স্বরলিপির সত্যায়ন ও শুদ্ধতা যাচাই করে স্বরলিপি গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়। ইতোমধ্যে নজরুল–সঙ্গীত স্বরলিপি ৫৮ খণ্ডে (প্রতি খণ্ডে ২৫টি করে) ১৪৫০টি শুদ্ধ নজরুল সঙ্গীতের স্বরলিপি প্রকাশিত হয়েছে।

নজরুল–সঙ্গীত, আবৃত্তি ও নৃত্য প্রশিক্ষণ কোর্স

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের গান যথাযথভাবে পরিবেশন, প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে নজরুল ইনস্টিটিউটের তত্ত্বাবধানে নজরুল সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডের বাণী ও সুর অনুসরণে এবং নজরুল ইনস্টিটিউট প্রকাশিত প্রামাণ্য স্বরলিপিগ্রন্থ সহযোগে ১৯৮৯ সাল থেকে নজরুল সঙ্গীতের শিল্পী ও শিক্ষকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। বেতার ও টেলিভিশনের তালিকাভুক্ত নজরুল সঙ্গীতশিল্পী ও বিভিন্ন সঙ্গীত একাডেমির শিক্ষকরা নিয়মিত নজরুল ইন্সটিটিউটের প্রশিক্ষণ কক্ষে এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এছাড়া বৎসরব্যাপী শিশু–কিশোর এবং তরুণদের পৃথক পৃথক নজরুল সঙ্গীত প্রশিক্ষণ কোর্স চালু রয়েছে। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা শুদ্ধভাবে প্রচার ও প্রসারের লক্ষে নজরুল ইনস্টিটিউটে শিশু–কিশোর এবং তরুণদের পৃথক পৃথক নিয়মিত আবৃত্তি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। বেতার, টেলিভিশন ও মঞ্চের আবৃত্তি শিল্পীদের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুলের ছাত্র–ছাত্রীরা এই প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশ নিয়ে থাকে। উল্লেখ্য, এ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে তরুণদের তিনটি কোর্সের মাধ্যমে তিন শতাধিক আবৃত্তিশিল্পীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়াও শিশু–কিশোরদের নজরুল–সঙ্গীত–ভিত্তিক নৃত্য প্রশিক্ষণ কোর্স চালু রয়েছে।

নজরুল–স্মৃতি পদক/নজরুল পদক/নজরুল পুরস্কার

নজরুল–বিষয়ক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মধ্যে নজরুল গবেষণা, নজরুল সঙ্গীত সাধনায় যাঁরা অনন্যসাধারণ অবদান রেখেছেন তাঁদের পুরস্কৃত করাও নজরুল ইনস্টিটিউটের অন্যতম উদ্দেশ্য। ১৯৮৬ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত নজরুল ইন্সটিটিউট ৫৫ জন গুণী ব্যক্তিত্বকে পুরস্কৃত করেছে।

গ্রন্থাগার

নজরুল ইনস্টিটিউটের একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার রয়েছে। গ্রন্থাগারে কবির গ্রন্থাবলি, রচনাবলি, নজরুল বিষয়ক গ্রন্থাদি ছাড়াও নজরুল গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদি এবং সাহিত্য–সংস্কৃতি ও অন্যান্য বিষয়ক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দেশী–বিদেশী মূল্যবান বইপত্র পত্রিকা রয়েছে। বিভিন্ন গ্রন্থাদি ছাড়াও গ্রন্থাগারে রয়েছে নজরুলের হাতের লেখা পাণ্ডুলিপি, আদি গ্রামোফোন রেকর্ড, নজরুল সঙ্গীতের অডিও ক্যাসেট ও সিডি এবং কবির বিভিন্ন স্মৃতিচিহ্ন। কবি নজরুল ইনস্টিটিউট গ্রন্থাগারে নজরুল রচনা ও নজরুল–বিষয়ক গ্রন্থ, পত্র–পত্রিকার সংগ্রহ দেশের সর্বোচ্চ।

মিলনায়তন

জাতীয় কবির নামাঙ্কিত দেশের একমাত্র সরকারি প্রতিষ্ঠান নজরুল ইনস্টিটিউট ধানমণ্ডি লেকের পাশে এক নৈসর্গিক পরিবেশে অবস্থিত। ইনস্টিটিউটে রয়েছে ৩০০–র অধিক আসনের আধুনিক সুযোগ–সুবিধা সম্বলিত শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অডিটোরিয়াম। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকীসহ সরকার নির্দেশিত নিজস্ব বিভিন্ন জাতীয় অনুষ্ঠান এ অডিটোরিয়ামে আয়োজন করা হয়ে থাকে।

প্রকাশনা বিক্রয় কেন্দ্র

নজরুল ইন্সটিটিউট প্রকাশিত যাবতীয় প্রকাশনা বিক্রয়ের জন্য ঢাকার ধানমণ্ডিস্থ ইনস্টিটিউটের নীচতলায় রয়েছে নিজস্ব বিক্রয় কেন্দ্র। অফিস সময়ে বিক্রয় কেন্দ্র থেকে নির্ধারিত কমিশনে সব ধরনের প্রকাশনা বিক্রয় করা হয়ে থাকে। এ ছাড়াও কুমিল্লা ও ময়মনসিংহ কেন্দ্রেও প্রকাশনা বিক্রয়ের ব্যবস্থা রয়েছে।

নজরুল কর্নার

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম–মৃত্যুবার্ষিকীসহ বছর জুড়ে দেশ–বিদেশের নজরুল ভক্ত ও বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তিবর্গ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কবির সমাধিসৌধ পরিদর্শনের জন্য আসেন। অনেকেরই কবির রচনা ও সুভিনিয়র স্মৃতি হিসাবে সংগ্রহের ইচ্ছা থাকলেও গ্রন্থগুলো কাছে না পাওয়ার কারণে তা সংগ্রহ করতে পারতেন না। অথচ বিদেশে কবি–সাহিত্যিকদের সমাধিস্থলে তাঁদের কর্ম, সৃষ্টিসম্ভার এবং বিভিন্ন স্যুভিনিয়র প্রদর্শনী ও বিক্রির ব্যবস্থা রাখা হয়। এই উদ্দেশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদ সংলগ্ন জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সমাধি সৌধটির প্রধান ফটকে স্থাপিত হয়েছে 'নজরুল কর্নার'। এখানে কবি নজরুল ইনস্টিটিউট প্রকাশিত কবির রচনাবলি, নজরুল বিষয়ক গবেষণাধর্মী গ্রন্থ, পত্র–পত্রিকা, জার্নাল ইত্যাদি প্রকাশনা নিয়মিত প্রদর্শনী ও বিক্রির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

আলোচনা–সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম–মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপনসহ বাংলাদেশের জাতীয় দিবসসমূহ, বাংলা নববর্ষ, ঈদ–ই–মিলাদুন্নবী প্রভৃতি দিবসে বিষয়ভিত্তিক আলোচনা, বিভিন্ন গ্রুপে সুন্দর হাতের লেখা, চিত্রাংকন, কবিতা আবৃত্তি ও নজরুল–সঙ্গীতের প্রতিযোগিতা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন সময়ে বিষয়ভিত্তিক সেমিনার এবং বিভাগীয় পর্যায়ে নজরুল সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

বইমেলা

নজরুল রচনাসহ নজরুল বিষয়ক রচনা নজরুল–গবেষণা, নজরুল অনুরাগী পাঠকসহ সকল পাঠকের কাছে সহজলভ্য করার জন্য কবি নজরুল ইনস্টিটিউট মাঝে মাঝে বইমেলার আয়োজন করে। এছাড়া বাংলাদেশে আয়োজিত বিভিন্ন বইমেলায় (জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র আয়োজিত আন্তর্জাতিক ঢাকা বইমেলা, বাংলা একাডেমি আয়োজিত একুশে বইমেলা প্রভৃতি) এই ইনস্টিটিউট নিজস্ব প্রকাশনা উপস্থাপনা করে। দেশের বাইরে কলকাতা বইমেলায়ও কবি নজরুল ইন্সটিটিউট নিয়মিত অংশগ্রহণ করে থাকে।

প্রকল্প বাস্তবায়ন

'ঢাকাস্থ নজরুল ইনস্টিটিউটের নতুন ভবন নির্মাণ এবং ঢাকা, ময়মনসিংহ ও কুমিল্লায় বিদ্যমান ভবনের রিনোভেশন' শীর্ষক প্রকল্পটির অধীনে ঢাকাস্থ নজরুল ইনস্টিটিউটের নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়েছে এবং ময়মনসিংহ ও কুমিল্লায় বিদ্যমান ভবনগুলোর রিনোভেশন ইতোমধ্যে সম্পদিত হয়েছে।

জাতীয় কবির স্মৃতি সংরক্ষণ

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের অজর অমর স্মৃতি বিজড়িত স্থান ময়মনসিংহের ত্রিশালের অন্তর্গত কাজীর সিমলা ও দরিরামপুর। নজরুল ১৯১৪ সালে দরিরামপুর হাই স্কুলের ছাত্র ছিলেন এবং কাজীর সিমলা ও দরিরামপুরে কিছুকাল অবস্থান করেন। দারোগা কাজী রফিজউল্লাহ কিশোর কবিকে বর্ধমানের আসানসোল থেকে কাজীর সিমলার নিয়ে এসেছিলেন। কবির বিভিন্ন রচনায় এখানকার পরিবেশও জনজীবনের প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। জাতীয় কবির স্মৃতি সংরক্ষণ এবং তাঁর জীবন ও সৃষ্টিকর্ম নিয়ে গবেষণার জন্য দরিরামপুর ও কাজীর সিমলায় সে–সব স্থান স্মৃতিকেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলা হয়েছে। কবির স্মৃতি বিজড়িত কাজীর সিমলা গ্রামের দারোগা বাড়িতে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে নজরুল–স্মৃতি পাঠাগার, মিলনায়তন ও বিশ্রামাগার। দরিরামপুর বিচুতিয়া বেপারী বাড়িতে নজরুল বিষয়ক জাদুঘর, পাঠাগার ও মিলনায়তন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই বাড়ির কাছেই স্মৃতিধন্য ঐতিহাসিক বটতলায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়। আবার কবি নজরুল তাঁর জীবনকালে মোট পাঁচবার কুমিল্লায় এসেছিলেন। নজরুল সাহিত্যে কুমিল্লা পেয়েছে এক অনবদ্য স্থান। কুমিল্লার মানুষ নজরুলের কুমিল্লার প্রতি ভালবাসাকে আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করেছে। নজরুলও সমানভাবে ভালবেসেছিলেন কুমিল্লা মাটি ও মানুষকে। ফলে কুমিল্লায় নজরুল চর্চা শুরু হয়েছে দেশ বিভাগের পূর্বে থেকেই। নজরুলের স্মৃতি সংরক্ষণ ও সৃষ্টিকর্মের প্রকাশ ও প্রচার করার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে কুমিল্লা জেলার আদর্শ সদর উপজেলার পার্ক রোডস্থ ধর্মসাগরের উত্তর পাড়ে কুমিল্লা জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ইনস্টিটিউট কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে।

তারিখ : ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬।